দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 25 JUN 1995
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৭

প্রাথমিক শিক্ষকদের বর্ধিত বেতন-ভাতা প্রদানকালে উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগ

চাঁদপুর সংবাদদাতা ॥ জাতীয় ও সংশোধিত বেতন স্কেল নির্ধারণের নামে জেলার প্রাথমিক শিক্ষকদের নিকট হইতে লক্ষ লক্ষ টাকা আদায়-করা হইতেছে বলিয়া অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে। সাম্প্রতিক সরকারী সার্কুলারবলে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে যাহারা ১৯৭৭ সালের পহেলা জুলাই হইতে টাইম স্কেল বকেয়া বেতন ইত্যাদি সুযোগ সুবিধা পাইবেন তাহাদের সার্ভিস বই সংশোধন এবং শিক্ষা অফিস ও ট্রেজারির সাথে যোগাযোগ রক্ষ করিয়া পাওনা উত্তোলন করিয়া দিবার নামে কতিপয় শিক্ষক নেতা টাকা আদায় করিতেছেন।

অভিযোগে প্রকাশ, চাঁদপুর সদর থানায় ১৮২ জন শিক্ষক-শিক্ষিকার নূতন বেতন স্কেল ঠিক করার জন্য ষোলঘরের জনৈক শিক্ষককে কোষাধ্যক্ষ করিয়া কয়েক সদস্যের একটি কমিটি

(৪র্থ পৃঃ দ্রঃ)

প্রাথমিক শিক্ষকদের

(৩য় পৃঃ পর)

গঠন করা হইয়াছে। উক্ত কমিটি ইতিমধ্যে শিক্ষক প্রতি পাঁচশত টাকা করিয়া ৯১ হাজার টাকা তুলিয়া নিয়াছে। তাহাছাড়া প্রত্যেক শিক্ষকের নিকট হইতে হইতে স্কেল অনুযায়ী প্রাপ্তব্য টাকার শতকরা ২০ ভাগ হারে আদায় করা হইতেছে বলিয়াও অভিযোগ রহিয়াছে।

নূতন জাতীয় বেতন স্কেলে প্রতি শিক্ষক সর্বনিম্ন ১২ হাজার এবং সর্বোচ্চ ৩০ হাজার টাকা পর্যন্ত পাইবেন। গড়ে ১৫ হাজার টাকা করিয়া ধরা হইলে একমাত্র চাঁদপুর সদর থানাতেই ১৮২ জন শিক্ষক-শিক্ষিকার নিকট হইতে ৫ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকা অবৈধ পন্থায় আদায় করিয়া নেওয়া হইতেছে। এই হিসাব অনুযায়ী জেলার ৭টি থানা হইতে ৩৮ লক্ষ ২২ হাজার টাকা আদায় করা হইতেছে। সার্ভিস বুক সংশোধন করার নামে ৯১ হাজার টাকা করিয়া সাতটি থানা হইতে ৬লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা আদায় করা হইতেছে। কয়েকজন শিক্ষক-শিক্ষিকা অভিযোগ করিয়াছেন যে, তাহারা ব্যক্তিগতভাবে তাহাদের বকেয়া টাকা তোলার চেষ্টা করিয়া বাধাগ্রস্ত হইয়াছেন এবং 'দেখিয়া নিবেন' বলিয়া হুমকি দেওয়া হইয়াছে। কয়েকজন শিক্ষক-শিক্ষিকা জানান, যাঁহাদের শতকরা ২০ টাকা হারে অগ্রিম জমা দিবার সামর্থ নাই তাহাদেরকে একটি অগ্রিম বেয়ারার চেক লিখিয়া দিতে হয় আদায়কারীদের হাতে।

এই ব্যাপারে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের সাথে যোগাযোগ করিলে তিনি বলেন, সমিতি কর্তৃক টাকা দেওয়া-নেওয়ার অভিযোগটি তিনি লিখিত আকারে পান নাই তবে ২/১ জনের নিকট হইতে শুনিয়াছেন।